উনবিংশ শতকীর শেষের দিকে নারীদের অধিকার সমস্যা সম্পর্কে যিনি সর্বপ্রথম আধুনিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি হলেন John Stuart Mill. । 1869 খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'On subjection of women' নামক বইখানি প্রকাশিত হয়। সমাজে নারীদের অধঃস্তন অবস্থানের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে তিনি নারীদের আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকারের সপক্ষে বলতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতিগতভাবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে হীনতর — এই অভিমত তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, শারীরিক দুর্বলতা পুরুষদের ও আছে। সমাজে নারীদের এই যে অধঃস্তন অবস্থান তা কোন প্রাকৃতিক কারণ থেকে সৃষ্ট নয়; বরং তা প্রচলিত প্রথা এবং আইনগত ব্যবস্থায় স্বীকৃত।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশ ভারতবর্ষে উদারপন্থী নারীবাদের পৃষ্ঠপোষক হলেন — গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি, কাজী নজরুল ইসলাম এবং অতি সাম্প্রতিককালের নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন এবং বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি তসলিমা নাসরিন প্রমুখ, গান্ধীজি নারীকে পুরুষের সমতুল্য বলেছেন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমকক্ষ বলেছেন। তাঁর মতে, নারী অবহেলিত হলে কোন সমাজই উন্নত হতে পারে না। নারীকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ পক্ষপাতদুষ্ট সমাজরূপ বিধাতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার / হে বিধাতা', বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'আমি সাম্যের গান গাই / আমার চোখে পুরুষ রমণীর কোন ভেদাভেদ নাই'। অতি সাম্প্রতিককালে আবার, অখণ্ড ভারতের অন্তর্গত, বাংলাদেশের মহিলা কবি তসলিমা নাসরিন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নারীর অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হবার জন্য মৌলবাদী সাম্প্রদায় কর্তৃক স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

B.A. SEM-VI/GE-2

(*) উদারপন্থী নারীবাদ বিষয়ে আলোচনা কর। (Liberal Feminism)

Ans:— উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড এবং মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে সমাজে নারীবাদের অধঃস্তন অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। উদারপন্থী নারীদের উদ্ভব এখান থেকেই ঘটে। উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism) মূলত: উদারনীতিবাদ নামক রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। উদার নারীবাদী তত্ত্বে দুটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়:— (i) ক্লাসিক্যাল বা স্বাধীনতাকামী এবং (ii) কল্যাণমূলক বা সমতামূলক নারীবাদ। এ তত্ত্বের সাথে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন — মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট (Marry Wollstonecraft), জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill), জেরামি বেন্থাম, থমসন, হ্যারিয়েট টেইলর (Harriet Taylor) প্রমুখ। এঁদের মূল বক্তব্য হল — নারীর অধীনতার মূল কারণ নিহিত সমাজের প্রথা ও আইনগত বাধার মধ্যে, যেগুলো নারীকে জনজীবনে প্রবেশ করতে ও সফলতা অর্জন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সমাজে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, নারীরা প্রকৃতিগতভাবেই দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে পুরুষের চেয়ে কম দক্ষতাসম্পন্ন। এ বিশ্বাস নারী বিচ্ছিন্নকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী বিচ্ছিন্নকরণের এরূপ নীতির কারণে প্রকৃতপক্ষেই অসচেতনতায় অনেক নারীই বিকশিত হতে পারে না। এজন্য উদারপন্থী নারীবাদীরা দাবী করেন যে, সমাজের কল্যাণে ন্যায় নীতি অনুসরণ করে নারীদেরকেও পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে- কর্মক্ষেত্রে বঞ্চিত করা যাবে না, এর ফলে নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমানতালে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

উদারপন্থী নারীবাদীদের মতে, সমাজে বাস করে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার সমান থাকা উচিত, ব্যক্তি যেখানে বিচার্য নয়। যেমন নারীদের ভোটদানের অধিকার, স্বামীদের মতই তাদেরও সমান আইনি অধিকার, শিক্ষার অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ইত্যাদি পুরুষদের মতো নারীদেরও থাকা উচিত। তাছাড়া উদারপন্থী নারীবাদীরা নারীদের স্বাভাবিক শুধু গৃহ ও গৃহস্থালীর কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

Marry Wollstonecraft ছিলেন অষ্টাদশ শতকের পশ্চিমা প্রগতিশীল নারীবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনিই সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকারের দাবী উত্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তি যে লিঙ্গ বিশিষ্টই হোক না কেন মানব প্রকৃতির বিশেষ গুণগুলি সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই সৎ, যৌক্তিক বিচারে আত্মিক সত্যে উপনীত হতে পারে। Wollstonecraft-এর মতে, লিঙ্গ ভেদে সকলেরই প্রত্যেকটি মানুষেরই স্বাভাবিক কিছু অধিকার আছে। তিনি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'A Vindication of the Right of women' নামক গ্রন্থে বলেন যে, গণতন্ত্র অধিকারের গণতন্ত্র হতে নয়, যদি না সেখানে মেয়েদের ভোটাধিকার থাকে। তাঁর মতে, ঘরের বাইরে জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকারের মাধ্যমে এবং শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর। উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিন নারীবাদী এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন-এর মতে, নারীদের ভোটাধিকার একটি স্বাভাবিক অধিকার। ভোটাধিকার ছাড়া নারীর "Taxation without Representation" ভোগ করে।